

💵 মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৬৮

পর্ব-৯: দু'আ (তাত্তভান)

পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা আলার জিকির ও তাঁর নৈকট্য লাভ

بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ

আরবী

وَعَن حَنْظَلَةُ بَن الرّبِيعِ الأسيدِي قَالَ: لَقِينِي أَبُو بكر فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ أَلْتُ الْفَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَيْعَاتِ نَسِينَا كثيرا قَالَ أَبُو بكر: فو الله إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَيِّعَاتِ نَسِينَا كثيرا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْظَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَالْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَالْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْنَ الْأَذُواجَ وَالْأَوْلُادَ وَالضَيْعَاتِ نَسْيِنَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنْ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ مُسلَم

বাংলা

২২৬৮-[৮] হানযালাহ্ ইবনুর্ রুবাইয়্যি' আল উসায়দী (রাঃ) বলেন, আমার সাথে আবূ বকর -এর একবার সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, কেমন আছা হানযালাহ্? আমি বললাম, হানযালাহ্ মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, এটা কি বলছ হানযালাহ্! আমি বললাম, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থাকি। তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, (মনে হয়) আমরা যেন তা চোখে দেখি। কিন্তু আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে বের হয়ে আসি, কিন্তু (পরকক্ষণেই) স্ত্রী-সন্তানাদি, ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা অনেকটাই ভুলে যাই। তখন আবূ বকর বললেন, আমরাও এরূপই অনুভব করি। এরপর আমি ও আবূ বকর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর



কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হান্যালাহ্ মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আবার কেমন কথা?

আমি বললাম, হে আল্লাহ রসূল! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন মনে হয় তা যেন আমাদের চোখের দেখা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন জান্নাত-জাহান্নামের কথা অনেকটাই ভুলে যাই। এসব কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, তাঁর কসম, যদি তোমরা সবসময় ঐরূপ থাকতে যেরূপ আমার কাছে থাকো। সবসময় জিকির-আযকার করো, তাহলে অবশ্যই মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা) (ফেরেশতাগণ) তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলাচলের পথে তোমাদের সাথে 'মুসাফাহা' (হাত মিলাতেন) করতেন। কিন্তু হে হান্যালাহ্! কখনো ঐরূপ কখনো এরূপই (এ অবস্থা) হবেই। এ বাক্যটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার বললেন। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ: মুসলিম ২৭৫০, তিরমিয়ী ২৫১৪, আহমাদ ১৯০৪৫, শু আবূল ঈমান ১০২৮, সহীহাহ্ ১৯৪৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (حَنْظَلَةَ بْنِ الرُّبَيِّعِ) অত্র হাদীসে যে হান্যালাহ্ (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সেই হান্যালাহ্ নন যাকে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা) (ফেরেশতারা) মৃত্যুর পর গোসল দিয়েছিলেন যার নাম হলো হান্যালাহ্ বিন আবী 'আমির (রাঃ)। আর হাদীসে বলা হয়েছে হান্যালাহ্ বিন রুবাইয়িয়া' কথা।

যাই হোক হান্যালাহ ইবনুর্ রুবাইয়িয়' (রাঃ)-এর সাথে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার দেখা করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আবূ বাকর তার সাথে যখন দেখা করেন তখন তিনি কান্না করছিলেন। তাকে দেখে আবূ বাকর জিজ্ঞেস করলেন, হে হান্যালাহ্! আপনার ঈমান-'আমলের খবর কি? তিনি উত্তরে বললেন, (عَنْظَلَتُهُ) তথা হান্যালাহ্ মুনাফিক হয়ে গেছে। এখানে অবস্থানগত নিফাক্কের কথা বলা হচ্ছে ঈমানী নিফাক্কের কথা নয়।

ইমাম জাযারী (রহঃ) বলেন, নিফাক হলো ইখলাসের বিপরীত। হান্যালাহ্ (রাঃ) অত্র হাদীসে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত নাবী সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থাকেন ততক্ষণ তার ইখলাস ঠিক থাকে আর যখন নাবী সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে একাকী চলে আসেন তখন দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যান। এখানে তিনি নিজের দুর্বলতাটাকে প্রকাশ করেছেন (যদিও তার ঈমান ছিল পূর্ণ ঈমান) এমনটাই ছিল সমস্ত সহাবায়ে কিরামের চরিত্র তারা যত 'আমল করতেন তার চেয়ে আরো বেশি 'আমল কিভাবে করা যায় সেই চেষ্টায় মগ্ন থাকতেন।



হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন